# এনডিপি - মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ নীতিমালা-২০১৯

# NDP-ANTI MONEY LAUNDERING POLICY-2019

## ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ি, শহীদনগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।
ফোন ঃ ০৭৫১-৬৩৮৭০-৭১; ফ্যাক্স ঃ ০৭৫১-৬৩৮৭৭
ই-মেইল ঃ **akhan_ndp@yahoo.com**
ওয়েবসাইট ঃ **www.ndpbd.org**

# ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ী, শহীদনগর, কামারখন্দ সিরাজগঞ্জ-৬৭০৩

## এনডিপি-মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ নীতিমালা-২০১৯

**ভুমিকা ঃ**

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রবণ একটি দেশ। দূর্যোগ আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বড় অন্তরায়। প্রতি বছরই বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। প্রাকৃতিক দূর্যোগসমুহের মধ্যে বন্যা, খরা, শৈত প্রবাহ, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণীঝড়, শিলাবৃষ্টি, জলোচ্ছাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অন্যতম। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-মধ্যমাঞ্চল তথা সিরাজগঞ্জ জেলা ও এর পাশ্ববর্তী জেলাসমুহ যেমন পাবনা, নাটোর, বগুড়া, জামালপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ ইত্যাদি যমুনা-পদ্মা অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় এই সকল জেলা সমুহ বর্ণীত প্রাকৃতিক দূর্যোগে সমানভাবে বিপদাপন্ন। প্রতি বছরই আমাদের এই সমস্ত দূর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। ১৯৮৮ সালের স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা এবং পরবর্তী ১৯৯০ সালের বড় বন্যায় দেশের অন্যান্য এলাকার মত উত্তর জনপদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তৎকালিন সময়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা বন্যাকালিন ও বন্যা পরবর্তী বিভিন্ন ধরণের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করে দূর্গত মানুষের দূর্দশা লাঘবের চেষ্টা করে। এনডিপির প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দীন খান সে'সময় দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার সাথে থেকে এলাকার দূর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সে'সময়গুলিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে দূর্গত মানুষের দূর্গতি অনুধাবন করে তাঁর মনে হয়েছে এই ধরণের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম দুঃস্থ মানুষের সীমাহীন সমস্যার ক্ষণস্থায়ী সমাধান হলেও এটা কখনই টেকসই কোন পদ্ধতি নয় এবং কার্যতঃ এই প্রক্রিয়ায় কখনই মানুষ দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবেনা। তিনি অনুধাবন করলেন একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার যে প্রক্রিয়ায় দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো যাবে তাৎক্ষনিক দুর্দশা লাঘবে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা যাবে ক্ষতিগ্রস্থ, শোষিত, বঞ্চিত, প্রান্তজনকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে এসে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ ও সমাজ বিনির্মানে যেখানে সমাজের প্রতিটি মানুষ অধিষ্ঠিত হবে মানবিক মর্যাদায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি।

**এনডিপির ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য ঃ**

**এনডিপির রূপকল্প বা ভিশন ঃ** পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ, শোষন ও বৈষম্যহীন একটি দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠন, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশু, নারী ও পুরুষ সমমর্যাদায় সম্মানের সাথে বসবাস করবে, তাদের নায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উপভোগ করবে এবং মূল স্রোতধারার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত থাকবে।

**এনডিপির অভিলক্ষ্য বা মিশন ঃ** সামাজিক সমাবেশীকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, জনসংগঠন সৃষ্টি ও উন্নয়ন, এ্যাডভোকেসি ও লবিং এবং পরিবেশ বান্ধব বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিশু, নারী, পুরুষ, আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি এবং প্রতিবন্ধিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেতৃত্বের উন্নয়ন, দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং মানব সম্পদের পরিপূর্ণ বিকাশ ও নিপীড়িত সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের নারীকে কেন্দ্র করে পারিবারিক আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারা দারিদ্র্য দূরিকরণ।

**এনডিপির উদ্দেশ্য ঃ** দরিদ্র্য, নিরক্ষর, ভূমিহীন, শিশু, নারী ও পুরুষদের সংগঠিতকরণ যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রনয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।



Md. Alauddin Khan
Executive Director
National Development Programme (NDP)

Aleya Akhtar Banu
Chairperson
National Development Programme-NDP

**অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ নীতিমালার প্রেক্ষাপট ঃ**

এনডিপি জন্মলগ্ন থেকে তার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বহুবিধ উন্নয়ন কর্মসূচি/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সুবিধাবঞ্চিত নিপিড়িত লক্ষ্যভুক্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্যতা দূরিকরণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি উন্নয়ন, সুশাসন ও মানবাধিকার, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। বিভিন্ন কর্মসূচি/কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেশী-বিদেশী অর্থের ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া এনডিপি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে যেহেতু ঋণ সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে সেহেতু এটি ক্ষুদ্রঋন প্রতিষ্ঠান তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এর ২(ঠ)(ঝ) ধারার বিধান ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(ব)(এ-১,২) ধারার বিধান পরিপালন করা আবশ্যক। উপর্যুক্ত আইন ও এতদসংশ্লিষ্ট ধারা পরিপালনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ এএমএল সার্কুলার নম্বর ঃ ২৭ তারিখ ঃ ১৫ জুন, ২০১১ ইং; ০১ আষাঢ়, ১৪১৮ বাংলা মোতাবেক বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী; মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি পত্র স্মারক নং ঃ এমআরএ/লেটার নং-রেগু-০৯ তারিখ ১৩ জুলাই ২০১১ ইংরেজী; ২৯ আষাঢ় ১৪১৮ মোতাবেক প্রচার করা হয়েছে। এনডিপি এতদিন যাবৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাপত্রটি নিজেদের নীতিমালা হিসাবে গ্রহণ করে এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে আসছে। বর্তমানে একটি পৃথক নীতিমালা'র প্রয়োজন হওয়ায় অত্র নীতিমালা প্রনয়ন করা হলো।

১. **নীতিমালার নামকরণ ঃ** এই নীতিমালার নামকরণ হবে **"এনডিপি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ নীতিমালা-২০১৯"**

২. **নীতিমালার কার্যকারিতা ঃ** সংস্থার নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন স্বপেক্ষে এই নীতিমালা জুলাই ০১, ২০১৯ ইংরেজী তারিখ থেকে কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

৩. **অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং ঃ** অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং (ইংরেজী Money laundering) হল একটি অবৈধ অর্থনৈতিক কার্যক্রম। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবৈধ সম্পদের উৎস গোপন করার উদ্দেশ্যে সেই সম্পদের আংশিক বা পূর্ণ অংশ রুপান্তর বা এমন কোন বৈধ জায়গায় বিনিয়োগ করা হয় যাতে করে সেই বিনিয়োগকৃত সম্পদ থেকে অর্জিত আয় বৈধ বলে মনে হয়, তাকে অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহায়তায় অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং কার্যক্রম চলে। অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং একটি ফৌজদারী অপরাধ।

সাধারণত, এক খাতের টাকা আরেক খাতে নিয়ে, সেই টাকা আবার আরেক খাতে নিতে নিতে বিষয়টি এমন দাঁড়ায় যে মূল উৎসই খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। ফলে আইনের লোকজনের পক্ষে অবৈধ উৎসটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। এরকম করার কারণ হল, এছাড়া এ অর্থের মালিক ঐ টাকা খরচ করতে পারে না। কারণ, সেক্ষেত্রে সে আইনের হাতে ধরা পড়ে যেতে পারে। সাধারণতঃ মাদকদ্রব্য কারবারী, অসৎ ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতা বা সরকারী আমলারা এরকম পন্থার আশ্রয় নেয়।

৪. **অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং এর উদ্দেশ্য ঃ**

অর্থশোধনের প্রধান উদ্দেশ্য দু'টি ঃ

৪.১ যদি অবৈধ অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে আয় হয়ে থাকে তবে সে আয়ের উৎস গোপন করা। যেমন চোরাচালানের মাধ্যমে উপার্জিত আয়; তথা আয়ের সূত্র গোপন করা।

৪.২ বৈধ অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উপার্জিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়কর ফাঁকি দেয়া।

৫. **অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং এর প্রক্রিয়া ঃ**



Md. Alauddin Khan
Executive Director
National Development Programme (NDP)

Aleya Akhtar Banu
Chairperson
National Development Programme-NDP

অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং এর করার ধরাবাধা কোন নিয়ম নাই। তবে সাধারণত তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং করা হয়ে থাকে ঃ

৫.১ **সংযোজন বা প্লেসমেন্ট ঃ** যখন কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ড হতে উপার্জিত অর্থ প্রথমবারের মত অর্থ ব্যবস্থায় প্রবেশ করানো হয় তাকে সংযোজন বা প্লেসমেন্ট বলে। যেমন চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান বা ঘুষের অর্থ যখন একটি ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয় তখন তাকে সংযোজন বা প্লেসমেন্ট বলে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দিয়ে জমি ক্রয়, বাড়ি-গাড়ি ক্রয়, শেয়ার ক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমেও প্রথমবারের মত অবৈধ অর্থ, অর্থ ব্যবস্থায় প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াকে প্লেসমেন্ট বলে।

৫.২ **স্তরিকরণ বা লেয়ারিং ঃ** এই প্রক্রিয়ায় সংযোজনকৃত অর্থ পর্যায়ক্রমে জটিল লেনদেনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে সরানো হয়। এই প্রক্রিয়া অর্থের উৎস গোপন করার কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন একটি ব্যাংক হিসাব থেকে অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর, বিদেশে অর্থ প্রেরণ, ট্রাভেলার্স চেকে রুপান্তর, একটি ব্যাংক হিসাব থেকে অন্যান্য শাখায় বিভিন্ন নামে অর্থের স্থানান্তর বা জমা দেওয়া।

৫.৩ **পূনর্বহাল বা ইন্টিগ্রেশন ঃ** স্তরিকরণ সফল হলে পরবর্তীতে অবৈধ অর্থ এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যাতে করে মনে হয় এটি বৈধ পন্থায় উপার্জিত। এভাবেই লন্ডারিংকৃত অর্থ অর্থনীতিতে পূনর্বহাল হয়। যেমন অবৈধ অর্থ দিয়ে ক্রয়কৃত জমি বিক্রয় করে পুনরায় সেই অর্থ দিয়ে জমি কেনা বা বাড়ি, গাড়ি, বীমা পলিসি ঘন ঘন বাতিল পূনর্বহাল করা ইত্যাদি।

৬. **অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ প্রয়োজনীয়তা ঃ** একথা বলা নিস্প্রয়োজন যে যারা মানি লন্ডারিং করে থাকে তারা দেশ, অর্থনীতি তথা সমাজের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। সাধারণত চোরাচালানী, সন্ত্রাস, দূর্নীতি, ট্যাক্স ফাঁকি, রাজনৈতিক দূর্নীতি, অস্ত্র চোরাচালান ইত্যাদি মানি লন্ডারিং এর মাধ্যমে করা হয়। এতে দেশে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। চোরাচালানির ফলে রাজস্ব আয় হ্রাস ঘটে এবং জনসাধারণ এ পথে আকৃষ্ট হয়, অর্থনীতিতে কালো টাকার প্রভাবে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেয়, স্মাগলিং, বিনিয়োগে অসন্তুষ্টি, ট্যাক্স ফাঁকি ইত্যাদির প্রভাবে অর্থনীতি দূর্বল হয়ে পড়ে। যা প্রতিরোধ করা অবশ্যই প্রয়োজন।

৭. **অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে অবশ্য পালনীয় বিষয় ঃ**

৭.১ **অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল ও কন্টাক্ট পয়েন্ট ঃ** সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে একটি অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল থাকবে এবং পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ) উক্ত সেলের প্রধান হিসাবে কাজ করবেন। পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ) অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কন্টাক্ট পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৭.২ **মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এমআরএ-এর সাথে যোগাযোগ ঃ** মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এমআরএ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করবেন কন্টাক্ট পয়েন্ট। এতদউদ্দেশ্যে কন্টাক্ট পয়েন্ট এর নাম, পদবী, যোগাযোগ ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, ফ্যাক্স ও ই-মেইল এমআরএ ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

৭.৩ **বৈদেশিক সাহায্য, অনুদান, দান বা ঋণ গ্রহণ ঃ** সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে কোন বৈদেশিক সাহায্য, অনুদান, দান বা ঋণ গ্রহণ করার প্রয়োজন হলে সংস্থা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন অর্থ দাতার নিকট ফেরত প্রদান করবে না।

৭.৪ **বৈদেশিক সাহায্য, অনুদান, দান বা ঋণ গ্রহণ গ্রহণে অধিকতর সতর্কতা ঃ** সংস্থা, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশনের (UNSCR-1267 ও UNSCR-1273 রেজুলেশনসহ অন্যান্য রেজুলেশন) আওতায় তালিকাভূক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোন তহবিল গ্রহণ করবে না। Financial Action Task Forcast



Md. Alauddin Khan
Executive Director
National Development Programme (NDP)

Aleya Akhtar Banu
Chairperson

(FATF) এর Public Statement এ অন্তর্ভুক্ত কোন দেশ বা উক্ত দেশের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোন প্রকার তহবিল গ্রহণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বিবেচনায় অধিকতর সতর্কতা (Enhanced Due Diligence-EDD) অবলম্বন করবে। এতদ্ব্যতিরেকে সংস্থা, দাতা সংস্থার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচিতিমূলক তথ্য এবং সমর্থিত দলিলাদি সংগ্রহ করবে, যথার্থতা নিশ্চিৎ করবে এবং যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

[www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের আওতায় তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তালিকা এবং www.fatf.gafi.org/document/36/0.3746.en_32250379_46236900_1_1_1_1.00.html ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে public statement এ অন্তর্ভূক্ত দেশের তালিকা পাওয়া যাবে।]

৭.৫ **সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ঃ** সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭.৬ **সংস্থার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রনকারী ব্যক্তিবর্গের তথ্য ঃ** সংস্থার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রনের সাথে সংশ্লিস্ট ব্যক্তিদের (উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, সাধারণ পরিষদের সদস্য, নির্বাহী কমিটির সদস্য) পরিচতি, দায়দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংক্রান্ত সহায়ক দলিলাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখিত সংরক্ষিত তথ্যাদি সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

৭.৭ **কর্মী নিয়োগ ঃ** সংস্থায় কর্মী নিয়োগের পূর্বে নির্বাচিত প্রার্থীর পরিচিতির সঠিক তথ্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টতা এবং এ সকল তথ্যের সমর্থিত দলিলাদি সংগ্রহ এবং যাচাইপূর্বক (Employment Screening) নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

৭.৮ **সংস্থার তহবিলের যথাযথ ব্যবহার ঃ** সংস্থার উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সংস্থার তহবিল সংস্থার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হবেন (এ প্রেক্ষিতে Annual Independent Audit কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে)।

৭.৯ **মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে সভা ও কর্মী প্রশিক্ষণ ঃ** সংস্থার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বা পরিচালনা পর্ষদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত সভায় মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মীদের প্রতিটি প্রশিক্ষণে ক্রস কাটিং ইস্যু হিসাবে অর্থ শোধন বা মানিলন্ডারিং বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। সভা ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকল রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭.১০ **গ্রাহক পর্যায়ে লেনদেনের তথ্য সংরক্ষণ ঃ** যে সকল গ্রাহকের ঋন স্থিতি ৭৫,০০০/- (পছাত্তর হাজার) টাকা বা তার উর্দ্ধে রয়েছে বা জমার স্থিতি ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বা তার উর্দ্ধে রয়েছে সে সকল গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য এবং সমর্থিত দলিলাদি সংগ্রহ করতে হবে, যথার্থতা নিশ্চিৎ করতে হবে ও তা সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়াও গ্রাহক পরিচিতি বিষয়ক তথ্য/দলিলাদি ও উক্ত গ্রাহকের লেনদেনের বিস্তারিত বিবরণ লেনদেন বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে ন্যুনতম ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে। তবে বৈদেশিক সাহায্য /অনুদান/ঋণ গ্রহণকারী যে কোন প্রতিষ্ঠান-এর ক্ষেত্রে গ্রাহকের ঋণ বা জমার স্থিতি যে অংকেরই হোক না কেন এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সকল নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে। (গ্রাহক বলতে সংস্থার সুবিধাভোগি ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/বা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে।

৭.১১ **লেনদেনে ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার ঃ** গ্রাহক পর্যায়ে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বা এর অধিক অংকের লেনদেনসমুহ ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করে সম্পাদন করতে হবে।

৭.১২ **গ্রাহক কর্তৃক অর্থের ব্যবহার ঃ** গ্রাহকদের প্রদত্ত অর্থ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগানে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা চিহ্নিতকরণের জন্য যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিৎ করতে হবে। এ ধরণের কোন ঘটনা বা লেনদেন চিহ্নিত



Md. Alauddin Khan
Executive Director
National Development

Aleya Akhtar Banu
Chairperson

হলে/সন্দেহজনক মর্মে প্রতীয়মান হলে সংযুক্ত পরিশিষ্ট-'ক' মোতাবেক অবিলম্বে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ, বাংলাদেশ বরাবরে রিপোর্ট করতে হবে।

৭.১৩ **দাতা সংস্থার সন্দেহজনক কর্মকান্ড ঃ** কোন দাতা বা দাতা সংস্থা প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কোন উদ্দেশ্যে সংস্থাকে ব্যবহার করছে এরূপ সন্দেহ হলে বা বিধি বহির্ভূত ও প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অনুরোধ করলে তা সংযুক্ত পরিশিষ্ট 'ক' মোতাবেক অবিলম্বে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে রিপোর্ট করতে হবে।

এছাড়া, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক কোন কাজে ব্যবহারের জন্য কোন দাতা সংস্থা হতে প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হলে বা অন্য কোন সন্দেহ থাকলে অবিলম্বে তা বিএফআইইউ (বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট-বাংলাদেশ ব্যাংক) বরাবর রিপোর্ট করতে হবে। বিএফআইইউ (বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট-বাংলাদেশ ব্যাংক) থেকে যাচিত সব তথ্য এবং কাগজপত্র/দলিলাদি বিএফআইইউ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

৭.১৪ **গ্রাহক তথ্য সংরক্ষণ ঃ** গ্রাহকদের সাথে সম্পর্ক অবসান হওয়ার তারিখ হতে অন্তত পাঁচ বছর এতদসংক্রান্ত সকল তথ্য ও দলিলাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭.১৫ **দাতা সংস্থার তথ্য সংরক্ষণ ঃ** দাতা সংস্থার পরিচতিমূলক সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও সহায়ক দলিলাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭.১৬ **নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সংরক্ষণ ঃ** নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী (Financial Statement), আর্থিক বিবরণীর প্রতিটি খাতের ব্যাখ্যা এবং এ সম্পর্কিত তথ্য ও সমর্থিত দলিলাদি ন্যুনতম ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে।

৭.১৭ **নিরীক্ষণ ঃ** সংস্থার নিরীক্ষণ ইউনিট কর্তৃক সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিংকালে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিরীক্ষণ করবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনে এতদসংক্রান্ত একটি অধ্যায় সংযোজন করে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ ও গৃহিত পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ করবে এবং এ জাতীয় প্রতিবেদন যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭.১৮ **মনিটরিং ও সুপাভিশন ঃ** সংস্থার মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন সেল কর্তৃক সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিংকালে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং করবে এবং মনিটরিং প্রতিবেদনে এতদসংক্রান্ত একটি অধ্যায় সংযোজন করে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ ও গৃহিত পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ করবে এবং এ জাতীয় প্রতিবেদন যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া ঋণ সহায়তা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির লাইন ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম পরিদর্শনকালিন অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বিষয়গুলি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যাচাই করবেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৭.১৯ **বাংলাদেশ ব্যাংক ও এমআরএ-এর নির্দেশনা পরিপালন ঃ** অর্থশোধন বা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এমআরএ-এর নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে এতদবিষয়ে জারীকৃত সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য সকল নির্দেশনা একইভাবে অনুসৃত হবে।

৭.২০ **নীতিমালা সংশোধন ঃ** এমআরএ ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনার আলোকে বা সংস্থার নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন স্বাপেক্ষে এই নীতিমালা সময়ে সময়ে সংশোধন করা যাবে।

===o===



Md. Alauddin Khan
Executive Director
National Development Programme (NDP)

Aleya Akhtar Banu
Chairperson
National Development Programme-NDP